পাগলা হাওয়ায় পাতার নাচন

৩

পয়লা বৈশাখ ১৪৩২

বৈশাখ ১৪৩২

ছবি : সানজিদা আহমেদ রোদসী
৭ম শ্রেণি, সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

নববর্ষ

আল মাহমুদ

আমি এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে শুধু যে বাইরের দৃশ্যই দেখা যায় না এমন নয়। ঋতুর আনাগোনাও বোঝার কোনো উপায় নেই। কে জানে এটা ঝড়ের মাস কিনা! শুধু চোখ বন্ধ করে মনে হয় একটি বৃদ্ধ, অথর্ব গণ্ডার ধূলিঝড়ের মধ্যে চোখ বন্ধ করে প্রকৃতির সর্বপ্রকার ঘূর্ণিবায়ু, বৃষ্টি, বর্ষণ ও বিদ্যুতের ঝলকানিকে চামড়ার ওপর বয়ে যেতে দিচ্ছে। পৃথিবীর চামড়া খসে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে, রক্তপাত হচ্ছে। কিন্তু গণ্ডারের শরীরে এর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কবি যদি গণ্ডার হয়ে যায়, তাহলে ঋতুর আনাগোনা তাকে কে জিজ্ঞেস করে?

এটা যদি বৈশাখ তবে এটা তো তোমার জন্য প্রতীক্ষার মাস নয়। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার আশপাশের সমস্ত ডালপালা, মড়মড় শব্দ তুলে ঝড়ের মাসকে অতিক্রান্ত হতে দিচ্ছে মাত্র। আমি জানি তোমার আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ একটি বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছের পতন দেখার জন্য পৃথিবীর কোনো পাখিরই সাক্ষী থাকার প্রয়োজন নেই।

পৃথিবীর চামড়া খসে যাচ্ছে। বোমায় বোমায় ধসে যাচ্ছে। আর এখানে ঘূর্ণি তুলে বয়ে যাচ্ছে নববর্ষ। পৃথিবীতে পুরোনো এবং জীর্ণ কি? ঝড়ের বাতাস, হে বৈশাখ প্রেম কি, প্রীতি কি, ভালোবাসা কি, সবই যদি খড়কুটোর মতো উড়ে যায় তাহলে, এই গণ্ডারের চামড়ার ওপর অনুভূতিরই বা প্রয়োজন কি? হে বৈশাখ, হে প্রমত্ত ঝঞ্ঝায়বায়ু, তোমাকে এসো এসো বলে আহ্বান জানাবার এখানে কেউ নেই।

■ স ম্পা দ কী য়

পয়লা বোশেখ নতুন করে জাগিয়ে দিল মন
রুদ্ধ প্রাণে মুক্ত বাতাস প্রীতির আলিঙ্গন।
তপ্ত আগুন ছড়িয়ে পথে চৈত্র হলে শেষ
রক্তে আঁকা আলপনাতে নতুন বাংলাদেশ।

ক্ষুদ্র হল বিশাল বিপুল জাগলো হৃদয় ফের
ঐক্যঝড়ে বিনাশ হলো অশুভ দৈত্যের।
কালবৈশাখ হানলো আঘাত অন্ধকারের পায়
বর্ষ এলো সম্ভাবনার সোনালি দরজায়।

গাছে গাছে আমেরগুটি নতুন ধানের গান
ছন্দসুরের বন্দনাতে বর্ষা আহবান।
উদাস দুপুর ক্লান্ত পথিক তিলক ঘুঘুর ডাক
সম্মিলিত কণ্ঠে বাজে- এসো হে বৈশাখ।

নতুন বছর বাজাও প্রাণে ঐকতানের সুর
বিভেদকারী প্রেতাত্মাদের দম্ভ করো দূর।
যুদ্ধ থামাও শান্তি নামাও ঘোঁচাও ব্যথার দিন
রক্ষা করো সকল স্বদেশ ইয়েমেন ফিলিস্তিন।

নতুন বছর তোমার কাছে প্রত্যাশা একবুক
সবার প্রাণে দাও ছড়িয়ে পরম্পরার সুখ
দুঃখ জরা ক্লান্তি মুছে শুদ্ধ করো মন
চিরন্তনী প্রথায় ঘটুক পুনর্জাগরণ।

জীর্ণ জরা দুঃখ খরা হাওয়ায় উড়ে যাক।
নতুন প্রাণের পঞ্জিকাতে এসো হে বৈশাখ।

সম্পাদনা পর্ষদ : সৌহার্দ সিরাজ, শুভ্র আহমেদ
সম্পাদক : আহমেদ সাব্বির । নামলিপি : স ম তুহিন । গ্রাফিক্স : শেখ মোস্তফা
শুভেচ্ছা : ৩০ টাকা, প্রাপ্তিস্থান : ম্যানগ্রোভ, সাতক্ষীরা

একটি প্রকাশনা

অনন্তযাত্রা
পলটু বাসার

চলো যাই বেড়াতে
অন্য কোনোখানে
অন্য ভুবনে
যেখানে আমি নেই
তুমি নেই
কেউ নেই
সবাই আছে
আলো
অন্ধকার
জীবন, মরণ
দূর, ঘাস
কিম্বা কাছের কত কিছু
এক চমৎকার সময়
পৃষ্ঠাজুড়ে ভবিষ্যৎ
ফিরে আসা যায় না কোনোদিন
পুরানো ক্ষতের মতো একরাশ হিসাব
যাবে তুমি?
একটু পর-
তাহলে আমি এগিয়ে গেলাম

পহেলা বৈশাখ
আবুল হোসেন আজাদ

নতুন বছর নতুন বছর
পহেলা বৈশাখ,
পুরনো যা জীর্ণ জরা
সব উড়ে আজ যাক।

নতুন বছর দিক ছড়িয়ে
স্বপ্ন নতুন দিন,
সামনে চলার দিনগুলো হোক
ঔজ্জ্বল্যে রঙিন।

নতুন বছর এসে নতুন করে
জীবন কাটুক ছন্দে সুখে ভরে।

বৈশাখী পদ্য
সালেহা আকতার

বর্ণিল স্মৃতি চিহ্নগুলি চারিদিকে ভাসে
ভেঙে চূর চূর চুন সুরকি মুখছবি।
তবু নতুন বর্ষ আসে।

কৃষ্ণচূড়া রক্ত ঝরায়
বটের পাতা নির্বিকার মৃদুমন্দ দোলে।
একটু বাজুক ঢোল কাশি
হাতে তুলে খাই বাতাসা গজা খই মুড়ি।
উড়ুক আকাশে বেলুন ঘুড়ি
চড়ুক ঘুরুক দোলনা জুড়ি।

বৈশাখী মেলা ফিরিয়ে দিক
বাঙালি নতুন উদ্দীপনা।

কতবার নদীর নাম
সৌহার্দ সিরাজ

আরও একবার পাথর ছুঁড়ে দেখতে পারো
মানুষ হারে না—
মনের গভীরে আরও কোনো প্রেম
আরও কোনো সদিচ্ছার পালক
খেলছে নতুন উচ্ছ্বাসে

তুমি হয়ত দেখোনি পাচিলের ওপরে ও নিচে
মানুষের বিশ্বাস জমা হয়ে আছে

আমার মনে পড়ে অতীত
মনে পড়ে
দূরত্বহীন কোনো এক প্রেমপুত্র আমি
সবুজ ঘাসের গালিচা আমাদের নিত্য সমর্পণ

কতবার নদীর নাম লিখতে গিয়ে
ভুলে গেছি তোমারও নাম
আর কী ভুল হতে পারে!

স্রোতের কাছাকাছি এসেছি চলে
গতজন্মের ভালোবাসা তাকেও পেয়েছি ফিরে
নববৈশাখ পাপ ও পতিতচিহ্ন এবার
মুছে দিয়ে যাবে

সংকেতের অপেক্ষায়
সৈয়দ একতেদার আলী

রাত্রি শেষে পূবের জানালা খুলে দেখি
তুমি এক অবিনশ্বর দৃশ্যত দাঁড়িয়ে আছো
নয়নাভিরাম পলকহীন উচ্ছ্বাসে
হাজার বছরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য
আর কৃষ্টিস্নাত বাঙালিত্বের উৎসব পাড়ায়
তুমি বারংবার ফিরে এসো অমোঘ টানে
তোমার আগমনী বার্তায় পুলকিত হয়
বনবীথি, কায়া, ধূসর মেঠো পথ, উদাস আকাশ
তৃষিত নদী, উর্বর তারুণ্য কিংবা বাঙালি সত্তা
তোমার একান্ত অবতীর্ণ ধামে এখন নিরেট দুঃসময়
এখানে রাজনৈতিক নামের কিছু নির্লজ্জ পশুরা
মেকি লেবাসে বড় বেশি গণতান্ত্রিক
এখানে প্রতিনিয়ত হরতাল আসে
নগ্ন হামলা, জীবনহানি ধ্বংসাত্মক প্রলয় নিয়ে
এখানে মৌলবাদ, মিথ্যাচার অশালীন বাক্যের নেতা-নেত্রীরা
দ্বন্দ্ব সংঘাতে অহরহ নিমজ্জিত।
এখানে লুটেরা, ভোগবাদিরা ক্ষমতার আসন পেতে
'হুক্কা-হুয়া' সু-চতুর শিয়াল চরিত্রে অবতীর্ণ ভাস্কর্যে
এখানে আঘাত আসে লাল সবুজ পতাকায়,
শহীদ মিনারে কিংবা স্বাধীনতার হৃদ-স্পন্দনে
অথচ ওরা জানে না,
সবুজ বাংলার সবুজ মানুষেরা,
এখন সব অপ-শক্তির বিরুদ্ধে রক্ত শপথ নিয়ে বসে আছে
তোমার দ্রোহী স্বরূপ কালবৈশাখী, টর্নেডো
কিংবা সু-উচ্চ ঝড়ের সংকেতের অপেক্ষায়।

বৈশাখে বাংলার প্রাণ
শহীদুর রহমান

এই বৈশাখে, আবারও আমরা হাত ধরি—
না-ভোলা সেই শিকড়ের,
না-ভোলা প্রহরের,
যা জন্ম দেয় সৃষ্টিকে, স্বপ্নকে, সংগ্রামকে।

বৈশাখ মানে শুধু উৎসব নয়—
এ এক জাগরণ,
পান্তার নোনাজল আর ইলিশের রুপালি ঝিলিক
এ আমাদের চেতনার স্বাদ।
একটি গাছের মতো ডালপালা মেলবার দিন,
একটি চরণ—
যার শব্দে বেঁচে থাকে শতাব্দীর বাংলা।

তাই এসো—
আমরা ফিরে যাই শিকড়ের কাছে,
যেখানে ভাষা শুধু শব্দ নয়ড়
স্বাধীনতার দীপ্ত অক্ষর।

এসো, গড়ে তুলি সে বাংলাদেশ,
যেখানে ধর্ম নয়, মনুষ্যত্ব হবে পরিচয়,
বৈচিত্র্যে রঙিন হবে সমান অধিকারের আকাশ।
যেখানে সাহিত্য হবে দীপ্ত বাতিঘর,
সংস্কৃতি হবে প্রাণের ধ্বনি।

প্রতীক্ষিত বোশেখ
কিশোরীমোহন সরকার

আমি তো চেয়ে আছি
তোমায় এক নিমেষ দেখবো বলে।

প্রতিবারের মতো সাপতামামির রথে চড়ে নয়
নয় অনুষ্ঠানের রঙে রঙিন হয়ে
হলুদ শাটিকায় গোলাপি টিপে কিংবা
পান্তাভাতে রুপালি ইলিশে।

বাসনায় দোলা দেয়া হে বিরহী বৈশাখ
তুমি এসো-
ঈশান কোণের সিঁদুরে জীমূতে সওয়ার হয়ে
মানবিকতার পসরা সাজিয়ে,
তোমার কাল বোশেখিতে গুঁড়িয়ে দাও-
ধনী-দরিদ্র, আশরাফ-আতরাফের বিভেদের
প্রকার তোমার খরতাপে শুষে নাও
পুণ্ড্র-গৌড়-সমতট বঙ্গের
ক্লেদ-গ্লানি-হীনমন্যতা
তোমার হঠাৎ বৃষ্টিতে ধুইয়ে দাও
এ জনপদের পাপ-তাপ-ঈর্ষা-অসূয়া,
তোমার তাপস নিঃশ্বাসে পুড়িয়ে দাও
বঙ্গজ পুঙ্গবের পাশব প্রবৃত্তিকে
দৃষ্টিহীন করে দাও যত দুর্যোধন-দুঃশাসনের
লোলুপ দৃষ্টিকে।

ভেলকিবাজি
শুভ্র আহমেদ

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেলকিবাজি দেখছি—

ফুটপাত খুজে পাচ্ছি না
ফুটপাতগুলোও হারিয়ে যাচ্ছে

কতকিছুই তো হারায়
কালো কাপড়ের আড়ালে এবারের বৈশাখে
সন্দেশের সাথে পান্তা-ইলিশ— শুনতে পাচ্ছি
সব ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে

সূর্যাস্তের সঙ্গে নিয়ম করে কথা বলার রীতি
মনে রাখতে পারিনি, বুকের ভেতর
অক্ষমতার ঘন্টা বাজিয়ে সেই থেকে
ডেকে চলেছি— এসো হে বৈশাখ, এসো এসো
আমার বৈশাখ না এলেও
কালো কাপড়ের উপরে লিখে রেখে যাচ্ছি
প্রতিশোধের পদাবলি, ভজনগীত।

দাঁড়িয়ে রয়েছি
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেলকিবাজি দেখছি—

ধুলোওড়া বৈশাখ
দিলরুবা

কাঁচের চুড়ি মাটির হাঁড়ি, হাওয়া মিঠাই
তালের পাখা, কারে ছেড়ে কারে ধরি।
জিলাপি আর পাঁপড় ভাজা, নাগরদোলা
গুড় বাতাসা, ধুলোয় ওড়া শালের পাতা।
কৃষ্ণচূড়ার লালের সাথে শাদা সিঁথির গলাগলি
কপালে টিপ মুচকি হাসি, প্রথম দেখা আড় নয়নে
প্রিয়া যে তার রাঙা শশী,
বন্ধ চোখের পাতায় আঁকে আলতো ঠোঁটের ছবি।
কার স্বপ্নে কে উঁকি দেয়, কি আসে যায় তাতে
বৈশাখ তুই বছর ঘুরে আবার আসিস ফিরে
শৈশব যার চুরি গেছে ধরিস হাতটা তার
পাগলা হাওয়ায় পাতার নাচন
ঘুচবে মনের ভার।

বৈশাখ
শাহনাজ পারভীন

বছর ঘুরে চিরচেনা বৈশাখ
এসেছে আমাদের দ্বারে
তুমি রঙিন, তুমি আনন্দের বাহক
সাজাও আমাদের তোমার মতো করে।
পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের আগমনে
হাসি খুশি দোলা দেয় সবার মন প্রাণে।

বৈশাখ জমে বেশ পান্তা আর ইলিশে
পিঠাপুলিও বাদ যায় না পহেলা বৈশাখে।

এসো তবে বৈশাখ শুভ বার্তা নিয়ে
অশুভকে নাশ করে সৌহার্দ আর সম্প্রীতিতে।